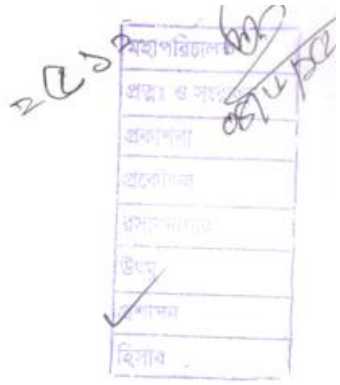

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬
(ভবন-০৬, ১০ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা)
www.moca.gov.bd

স্মারক : ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০২২.৮৬.১৩- ১১১৪

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২
২৮ মে ২০১৫

বিষয় : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন প্রত্নস্থলে চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ নীতিমালা-২০১৫ অনুমোদন।

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রত্নস্থলে চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ নীতিমালা-২০১৫ এ মন্ত্রণালয় থেকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নীতিমালার কপি যথানির্দেশ এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : প্রত্নস্থলে চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ নীতিমালা-২০১৫।

ছানিয়া আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন : ৯৫১৫৫১৭

মহাপরিচালক
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

১। অফিস কপি।
২। মাস্টার ফাইলে সংরক্ষণ কপি।

খসড়া

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-৬
ভবন-০৬, ১০ম তলা, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
website:www.moca.gov.bd

প্রত্নস্থলে চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ নীতিমালা-২০১৫

দেশের বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনাসমূহে জনসাধারণ ও প্রতিষ্ঠান আলোকচিত্র গ্রহণ ও চিত্রায়ণের জন্য আগ্রহী হন। কিন্তু, এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিমালা না থাকায় স্থানীয়পর্যায়ে অলিখিতভাবে নির্ধারিত ফি'র ভিত্তিতে চিত্রায়ণ ও আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়। প্রত্নস্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা, রক্ষণাবেক্ষণ ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা যথোপযুক্ত করার লক্ষ্যে এই বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

২। **নামকরণ :** এই নীতিমালা প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন '**প্রত্নস্থলে চিত্রায়ণ ও আলোকচিত্র গ্রহণ নীতিমালা-২০১৫**' নামে অবহিত হবে।

৩। **উদ্দেশ্য :**

- বৃহত্তর জনগণের মধ্যে প্রত্নস্থল ও পুরাকীর্তির প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধি করা ।
- প্রত্নস্থল ও পুরাকীর্তির চিত্রায়ন এবং আলোকচিত্র গ্রহণের বিদ্যমান পদ্ধতি সহজীকরণ ।
- ফি'র বিনিময়ে চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ।

৪। **সংজ্ঞা :** বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায় :

ক. 'আইন' অর্থ ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি আইন (১৯৭৬ সালে সংশোধিত);
খ. 'সরকার' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণকারী প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়;
গ. 'প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর বা অধিদপ্তর' অর্থ ১৯৬৮ সালের পুরাকীর্তি আইন মোতাবেক গঠিত প্রত্নতত্ত্ব ও মিউজিয়াম অধিদপ্তর যা পরবর্তীতে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর নামে নামকরণ করা হয়;
ঘ. 'মহাপরিচালক' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান নির্বাহী হিসাবে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মহাপরিচালক;
ঙ. 'প্রধান কার্যালয়' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়;
চ. 'জাদুঘর' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাধীন জাদুঘরসমূহ;
ছ. 'স্থাপনা ' অর্থ অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন প্রত্নতাত্ত্বিক স্থাপনা, জাদুঘর, পুরাকীর্তি ও পুরাকীর্তি আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন স্থাপনাসমূহ;
জ. 'আঞ্চলিক পরিচালক' অর্থ অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা;
ঝ. 'কাস্টোডিয়ান' অর্থ অধিদপ্তরের অধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মরত সংশ্লিষ্ট জাদুঘর ও স্থাপনায় কাস্টোডিয়ান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তা;
ঞ. 'চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ' অর্থ এ নীতিমালা অনুসারে ফি'র বিনিময়ে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারণকৃত চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ;
ট. 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ;
ঠ. 'আবেদনকারী' অর্থ চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণ কাজে আগ্রহী সেই সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যারা নির্ধারিত সময়ের জন্য ফি প্রদান করে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছেন/প্রাপ্ত হয়েছেন।

৫। **বাস্তবায়ন এলাকা :** প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের আওতাভুক্ত সকল এলাকায় এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

৬। **ব্যবস্থাপনা :** প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সার্বিক নির্দেশনায় এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা বজায় রেখে এই নীতিমালা প্রযোজ্য হবে।

ক. **প্রধান কার্যালয় :**

১. চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফি'র বিনিময়ে ব্যবহারের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করবেন । আবেদন মহাপরিচালক পরীক্ষাপূর্বক অনুমোদন করে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক ও কাস্টোডিয়ানকে নির্দেশনা প্রদান করবেন । ক্ষেত্রবিশেষে, আবেদন অনুমোদন প্রদানের জন্য সরকারের নিকট মতামতসহ অগ্রায়ণ করবেন।

খ. **আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয় :**

১. স্থানীয়ভাবে দাখিলকৃত সকল আবেদন গ্রহণ, নথিভুক্ত করা এবং অনুমোদনের জন্য দ্রুত প্রধান কার্যালয়ে অগ্রায়ণ করা।

গ. **কাস্টোডিয়ান কার্যালয় :**

১ স্থানীয়ভাবে দাখিলকৃত সকল আবেদন গ্রহণ, নথিভুক্ত করা এবং অনুমোদনের জন্য অধিদপ্তরে অগ্রায়ণ করা এবং আঞ্চলিক কর্মকর্তাকে অবহিত রাখা;

২. চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণের উদ্দেশ্যে ফি'র বিনিময়ে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের স্হাপনাসমূহ ব্যবহার বিষয়ে যাবতীয় প্রশাসনিক ও আর্থিক কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

৩. ব্যবহার্য স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা;

৪. স্থাপনার স্বাভাবিক কার্যক্রম, নিরাপত্তা ও সৌন্দর্য বিঘ্নিত না করে ব্যবহারকারীদের সহযোগিতা প্রদান করা;

৫. চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণকালে করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কে ব্যবহারকারীকে অবহিত করা।

৭। **চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য প্রত্নস্হলসমূহের শ্রেণীবিভাগ :**

ক্রমিক	শ্রেণী বিন্যাস	প্রত্নস্থল
১.	ক.	আলোকচিত্র গ্রহণ ও চিত্রায়নের জন্য ক. শ্রেণীভুক্ত স্থানসমূহ (যেমন লালবাগ দুর্গ, বালিয়াটি জমিদার বাড়ি, পানাম সিটি, মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি, ইদ্রাকপুর দুর্গ, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর বৌদ্ধবিহার, তাজহাট জমিদার বাড়ি (রংপুর জাদুঘর), ময়নামতি শালবনবিহার, বাগেরহাট, ষাট গম্বুজ মসজিদ)
২.	খ.	ক শ্রেণীভুক্ত ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রত্নস্থল
৩.	গ.	বইপত্র বা সাময়িকীতে বা পত্রপত্রিকায় ব্যবহার/বিজ্ঞাপনের জন্য স্হিরচিত্র গ্রহণ

সরকার কর্তৃক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জামানত ও ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হবে ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি/ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী/ সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় / প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কোন অনুষ্ঠানের জন্য এ ভাড়া প্রযোজ্য হবে না।

৮। **আনুষঙ্গিক সুবিধাদি গ্রহণ** : চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণের প্রয়োজনে অধিদপ্তরের আওতাধীন বিশ্রামাগার ও প্রক্ষালন কক্ষ ইত্যাদি ব্যবহার করার জন্য প্রতিশিফট টাকা ৫০০/- (পাঁচশত) ও গাড়ী রাখার জায়গা (জীপ/ মাইক্রোবাস/কার ১০০টাকা, ট্রাক/বাস ১৫০ টাকা ও মোটর সাইকেল ৫০টাকা প্রতিশিফট হারে) পরিশোধ সাপেক্ষে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবহার করা যাবে। এ টাকা মূল ভাড়ার অতিরিক্ত হিসেবে নগদ প্রদান করতে হবে।

৯। **নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ** : চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজ উদ্যোগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা নিরাপত্তাকর্মীর সাথে যোগাযোগ করে স্থাপনাসহ তাদের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১০। **ক্ষতিপূরণ** : আলোকচিত্র গ্রহণ বা চিত্রায়নকালে পুরাকীর্তি, বাগান বা সরকারী সম্পত্তির কোন ক্ষতি হলে ভাড়াগ্রহণকারীর জামানত থেকে তা সমন্বয় করা হবে। এক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত জরিমানা ভাড়াগ্রহণকারী পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। ক্ষতিপূরণ জরিমানার পরিমাণ জামানতের চেয়ে বেশী হলে ভাড়াগ্রহণকারী অবশিষ্ট ক্ষতিপূরণ জমা দিতে বাধ্য থাকবেন। ক্ষতিপূরণ আদায়কল্পে সংশ্লিষ্ট স্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কাস্টোডিয়ান ভাড়াগ্রহণকারীর মালামাল আটক রাখতে পারবেন, যা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ সাপেক্ষে ভাড়াগ্রহণকারী ফেরত পাবেন।

১১। **পাণ্ডুলিপি অনুমোদন** : ভাড়াগ্রহণকারী প্রত্ননিদর্শনের কোন পরিচিতিমূলক চিত্রায়ন করলে তার পাণ্ডুলিপির ২(দুই) প্রস্থ অধিদপ্তরে জমা দিয়ে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করবেন।

১২। **আবেদনের নিয়মাবলী** : আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণের অনুমোদন নিতে পারবেন:

ক. আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে।

খ. চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র(স্থিরচিত্র) গ্রহণ করতে হলে কমপক্ষে ১০ কার্যদিবস পূর্বে প্রধান কার্যালয়ে আবেদন করতে হবে। স্থানীয়ভাবে আবেদন করলে কমপক্ষে ১৪ কার্যদিবস পূর্বে আবেদনপত্র সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক পরিচালক কার্যালয়/ কাস্টোডিয়ান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান কার্যালয় আঞ্চলিক কার্যালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করে আবেদনটি মতামতসহ সরাসরি প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। আঞ্চলিক কার্যালয় মূল আবেদন মতামতসহ অধিদপ্তরে প্রেরণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনাকে লিখিতভাবে অবহিত রাখবে।

১৩। **অনুমোদন প্রদান** : আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আবেদনপত্র প্রধান কার্যালয়ে পৌঁছার পর মহাপরিচালক তা পরীক্ষা করে অনুমোদন প্রদান করবেন (ক্ষেত্রবিশেষে মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করবেন।) .

১৪। **ভাড়া জমাপ্রদান পদ্ধতি** : আবেদনকারীর আবেদন অনুমোদিত হলে ভাড়াগ্রহণকারী কর্তৃক সরকার নির্ধারিত হারে ভাড়া ও জামানতের অর্থ 'চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র তহবিল, প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর' এর অনুকূলে পৃথক দু'টি ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার' এর মাধ্যমে কাস্টোডিয়ান কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। নগদ বা চেকের মাধ্যমে কোন অর্থ গ্রহণ করা হবে না। ফি জমা না দেয়া পর্যন্ত চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে না।

১৫। **বরাদ্দ বাতিল ও বরাদ্দের তারিখ পরিবর্তন :**

(ক) বরাদ্দ বাতিলের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন করা হলে নিম্নহারে ফি থেকে কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ও জামানতের টাকা ফেরত দেয়া হবে :-

ক্রমিক	আবেদন করার সময়	জমাকৃত ফি হতে কর্তনযোগ্য
১.	নির্দিষ্ট দিনের ২ দিন পূর্বে	২৫%
২.	নির্দিষ্ট দিনে	৫০%

খ. কর্তৃপক্ষ সরকারী প্রয়োজনে যে কোন সময়ে বরাদ্দ বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করে । সে ক্ষেত্রে অগ্রিম জমাকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ফেরত দেয়া হবে।

গ. বরাদ্দকৃত স্থাপনা ব্যবহারের তারিখ পরিবর্তনের আবেদন করা হলে খালি থাকা সাপেক্ষে বরাদ্দ দেয়া হবে। অভিপ্রেত তারিখে বরাদ্দ দেয়া সম্ভব না হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধামতো তারিখে স্থাপনা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারবে। তবে, কোনক্রমেই নির্দিষ্ট দিনে বা তার পরে দাখিলকৃত আবেদনের জন্য প্রযোজ্য হবে না। বরাদ্দের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক পরিচালককে যথাসময়ে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

১৬। **আবেদনকারীদের জন্য করণীয়:**

ক. চিত্রগ্রহণ ও আলোকচিত্র ধারণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই যে কোন একজন প্রতিনিধি/ আবেদনকারী অনুমোদন পত্র ও ভাড়ার পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট স্থাপনার কাস্টোডিয়ানের দপ্তরে জমা করবেন। যে সকল স্থাপনায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশমূল্য দিতে হয় সে সকল স্থাপনায় শুধুমাত্র একজন বিনা মূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন।

খ. শুধুমাত্র অনুমোদিত এলাকায় ভ্রমণ করতে পারবেন। তাদের জন্য অনুমোদিত নয় (যেমন জাদুঘর) এমন স্থানে যেতে পারবেন না।

গ. ফি গ্রহণকারী নির্ধারিত প্রবেশমূল্য প্রদান করে যাদুঘরে প্রবেশ করতে পারবেন।

ঘ. ভাড়াগ্রহণকারী সহনীয় মাত্রায় এবং অন্যদের বিরক্ত না করে শব্দযন্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন; তবে কোন দর্শনার্থী বা পর্যটক বা কর্মকর্তা যদি শব্দ নিয়ন্ত্রন করতে বলেন তবে ভাড়াগ্রহণকারী শব্দ নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য থাকবেন।

১৭। **ভাড়াগ্রহণকারীদের জন্য বর্জনীয় :**

ক. আবেদনকারীদের কোন গাড়ী স্থাপনার মূল অংশে প্রবেশ করানো যাবে না।

খ. চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র ধারণকালে পুরাকীর্তি তথা সরকারী কোন সম্পদের ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

গ. প্রত্নস্থলে সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় আইন ও রীতিনীতির পরিপন্থী কোন চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণ করা যাবে না।

ঘ. প্রত্নস্থলে কোন শ্লোগান, চিৎকার, হৈহল্লা ইত্যাদি করা যাবে না।

ঙ. স্থাপনায় আগত অন্যান্য দর্শকদের স্থাপনা পরিদর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

চ. চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য প্রত্নস্থল এলাকায় কোন মঞ্চ, সামিয়ানা বা স্থাপনা তৈরী করা যাবে না।

১৫। **বরাদ্দ বাতিল ও বরাদ্দের তারিখ পরিবর্তন :**

(ক) বরাদ্দ বাতিলের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন করা হলে নিম্নহারে ফি থেকে কর্তন করে অবশিষ্ট টাকা ও জামানতের টাকা ফেরত দেয়া হবে :-

ক্রমিক	আবেদন করার সময়	জমাকৃত ফি হতে কর্তনযোগ্য
১.	নির্দিষ্ট দিনের ২ দিন পূর্বে	২৫%
২.	নির্দিষ্ট দিনে	৫০%

খ. কর্তৃপক্ষ সরকারী প্রয়োজনে যে কোন সময়ে বরাদ্দ বাতিলের অধিকার সংরক্ষণ করে । সে ক্ষেত্রে অগ্রিম জমাকৃত অর্থ সম্পূর্ণ ফেরত দেয়া হবে।

গ. বরাদ্দকৃত স্থাপনা ব্যবহারের তারিখ পরিবর্তনের আবেদন করা হলে খালি থাকা সাপেক্ষে বরাদ্দ দেয়া হবে। অভিপ্রেত তারিখে বরাদ্দ দেয়া সম্ভব না হলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের সুবিধামতো তারিখে স্থাপনা ব্যবহারের অনুমতি দিতে পারবে। তবে, কোনক্রমেই নির্দিষ্ট দিনে বা তার পরে দাখিলকৃত আবেদনের জন্য প্রযোজ্য হবে না। বরাদ্দের তারিখ পরিবর্তনের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক পরিচালককে যথাসময়ে লিখিতভাবে অবহিত করবে।

১৬। **আবেদনকারীদের জন্য করণীয়:**

ক. চিত্রগ্রহণ ও আলোকচিত্র ধারণ কার্যক্রম শুরুর পূর্বেই যে কোন একজন প্রতিনিধি/ আবেদনকারী অনুমোদন পত্র ও ভাড়ার পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট স্থাপনার কাস্টোডিয়ানের দপ্তরে জমা করবেন। যে সকল স্থাপনায় প্রবেশের ক্ষেত্রে প্রবেশমূল্য দিতে হয় সে সকল স্থাপনায় শুধুমাত্র একজন বিনা মূল্যে প্রবেশ করতে পারবেন।

খ. শুধুমাত্র অনুমোদিত এলাকায় ভ্রমণ করতে পারবেন। তাদের জন্য অনুমোদিত নয় (যেমন জাদুঘর) এমন স্থানে যেতে পারবেন না।

গ. ফি গ্রহণকারী নির্ধারিত প্রবেশমূল্য প্রদান করে যাদুঘরে প্রবেশ করতে পারবেন।

ঘ. ভাড়াগ্রহণকারী সহনীয় মাত্রায় এবং অন্যদের বিরক্ত না করে শব্দযন্ত্র ব্যবহার করতে পারবেন; তবে কোন দর্শনার্থী বা পর্যটক বা কর্মকর্তা যদি শব্দ নিয়ন্ত্রন করতে বলেন তবে ভাড়াগ্রহণকারী শব্দ নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য থাকবেন।

১৭। **ভাড়াগ্রহণকারীদের জন্য বর্জনীয় :**

ক. আবেদনকারীদের কোন গাড়ী স্থাপনার মূল অংশে প্রবেশ করানো যাবে না।

খ. চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র ধারণকালে পুরাকীর্তি তথা সরকারী কোন সম্পদের ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

গ. প্রত্নস্থলে সামাজিক, ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয় আইন ও রীতিনীতির পরিপন্থী কোন চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণ করা যাবে না।

ঘ. প্রত্নস্থলে কোন শ্লোগান, চিৎকার, হৈহল্লা ইত্যাদি করা যাবে না।

ঙ. স্থাপনায় আগত অন্যান্য দর্শকদের স্থাপনা পরিদর্শনে বিঘ্ন সৃষ্টি করা যাবে না।

চ. চিত্রায়ন বা আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য প্রত্নস্থল এলাকায় কোন মঞ্চ, সামিয়ানা বা স্থাপনা তৈরী করা যাবে না।

ছ. ইমারতসমূহের ভিতর, বারান্দায় বা ছাদে কোন প্রকার চিত্রায়ন/আলোকচিত্র গ্রহণ করা যাবে না।

জ. প্রত্নস্থলে কোন প্রকার খাবার রান্না করা বা খাওয়া যাবে না।

ঝ. পুরাকীর্তির গায়ে পেরেক ব্যবহার করা যাবে না।

ঞ. প্রত্নস্থলে কোন প্রকার গর্ত করা যাবে না বা বাগান নষ্ট করা যাবে না।

ট. পুরাকীর্তি বা প্রত্নস্থলে কোন প্রকার সভা, সমাবেশ এবং রাজনৈতিক বক্তব্য প্রদানমূলক কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না।

ঠ. প্রত্নস্থলে কোন প্রকার ধুমপান করা যাবে না বা কোন ধরণের মাদকদ্রব্য গ্রহণ বা বহন করা যাবে না।

ড. চিত্রায়ন, ভিডিওচিত্র বা আলোকচিত্র গ্রহণকালে পুরাকীর্তি বা প্রত্নস্থাপনার কোন ধরণের বিকৃত রূপ ধারণ করা যাবে না।

ঢ. প্রত্নস্থলে ফুটবল, ভলিবল, ক্রিকেট ইত্যাদি খেলা পরিচালনা করা যাবে না।

১৮। **তহবিল ব্যবস্থাপনা :** চিত্রায়ন ও আলোকচিত্র গ্রহণ বাবদ প্রাপ্ত সমুদয় অর্থের পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট সংশ্লিষ্ট কাস্টোডিয়ান এর তত্ত্বাবধানে তফসিলভুক্ত সরকারি ব্যাংক' এর নিকটতম শাখায় জমা দিতে হবে। আবেদনকারীর কার্যক্রম শেষে জমাকৃত পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট' এর বিপরীতে ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে টাকা সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বরাদ্দ বাতিলের আবেদন করা হলে কর্তনযোগ্য অর্থ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট টাকা আবেদনকারীকে চেকের মাধ্যমে ফেরত দেয়া হবে ।

কেবল আনুষঙ্গিক সুবিধাদি প্রদান বাবদ প্রাপ্ত ভাড়া (ঘন্টা প্রতি ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা) ঐ সকল সুবিধাদি ব্যবহারোপযোগী রাখার জন্য ব্যয় করা যাবে। এ টাকার আয়ব্যয় একটি পৃথক রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হবে এবং বছর শেষে উদ্বৃত্ত অর্থ ৩০ জুন বা তার পূর্বে সরকারী কোষাগারে জমা করতে হবে।

১৯ । এই নীতিমালা সরকার কর্তৃক জারীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং সরকার প্রয়োজনে এই নীতিমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন করতে পারবে।

ড. রণজিৎ কুমার বিশ্বাস এনডিসি
সচিব
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।